দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...05 JUL 1988...
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম 3 ...

শিক্ষাঙ্গন

বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিন্যান্স কোর্স

শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য কেবল জ্ঞান আহরণ করা নয়, বরং বাস্তব ক্ষেত্রে সে জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে সমাজের বৃহত্তর কল্যাণ সাধন করাই এর মুখ্য উদ্দেশ্য— কথাটা আমরা যারা শিক্ষিত তারা সবাই জানি। কিন্তু মানি না। এর কারণ হতে পারে দু'টি— প্রথমতঃ জেনে-শুনে ইচ্ছাকৃতভাবে আমরা তা এড়িয়ে চলি; দ্বিতীয়তঃ ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও সহযোগিতা কিংবা সুযোগের অভাবে তার যথার্থ প্রয়োগ করতে পারি না। এটা অত্যন্ত সত্য যে, আমাদের মত দরিদ্র দেশের পক্ষে সময় এবং সুযোগের অপচয়ের বিন্দুমাত্র সুযোগ নেই। সময়, দক্ষ মানব-সম্পদ, উপযুক্ত শিক্ষা এবং উন্নততর প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার করতে না পারলে আমরা যে তিমিরে ছিলাম সে তিমিরেই রয়ে যাব।

ঢাকা, রাজশাহী এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বি, কম, পাস কোর্সে প্রচুর সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনা করছে। এখন প্রশ্ন হতে পারে এ তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিভিন্ন কলেজ থেকে বাণিজ্যে যারা স্নাতক ডিগ্রী নিতে যাচ্ছে তাদের জন্য ফিন্যান্স বিষয়টি বাধ্যতামূলক কোর্স হিসেবে চালু করার যৌক্তিকতা কি? এ প্রসংগে কয়েকটি দিক সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সামনে তুলে ধরতে চাই। ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতির সাথে সাথে আর্থিক জটিলতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু এরূপ সমস্যা সমাধান করে ব্যবসায়-বাণিজ্যের গতিকে ত্বরান্বিত করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানের তেমন বিস্তৃতি ঘটেনি। ফলস্বরূপ ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও দক্ষ মানব-সম্পদ-এর অভাব তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছিল দীর্ঘদিন থেকে। এরূপ সমস্যা অনুধাবন এবং তার সঠিক সমাধানকল্পে ১৯৭৪ সালের জুলাই মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য অনুষদের অধীনে ফিন্যান্স বিভাগ চালু করা হয়। বর্তমানে প্রতি বছর এ বিভাগে প্রায় একশ' জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হচ্ছে এবং প্রায় সমসংখ্যক মাস্টার্স ডিগ্রী লাভ করে বেরিয়ে যাচ্ছে।

কোর্স সমাপ্ত করে বেরিয়ে যাওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে অনেকেই বিভিন্ন ব্যবসায়-বাণিজ্য কিংবা শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ লাভ করে। আবার অনেকেরই ইচ্ছা থাকে শিক্ষকতার মত মহৎ পেশাকে বেছে নেয়া। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য অনুষদের অন্যান্য সব বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের এরূপ সুযোগ থাকলেও ফিন্যান্স বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে এরূপ সম্ভব হয়ে উঠেনি। কারণ অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বি, কম পাস কোর্সে ফিন্যান্স কোর্সটি বাধ্যতামূলক বিষয় হিসেবে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন লাভ করেনি। তবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে গত বছর হতে বি, কম, পাস কোর্সের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ফিন্যান্স বিষয়টি বাধ্যতামূলক কোর্স হিসাবে চালু হয়েছে। এটা অত্যন্ত শুভ পদক্ষেপ। উল্লেখ্য যে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং নামে একটি বিভাগও রয়েছে। তবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এরূপ কোন বিভাগ এখনো খোলা হয়নি। যদিও বি, কম পার্স কোর্স-এ এ বিষয়টি চালুর পূর্বশর্ত হিসেবে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে 'ফিন্যান্স বিভাগ' চালু করার প্রয়োজনীতা অনস্বীকার্য, যা পরিপূরক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়।

ফিন্যান্স বিষয়টি বাধ্যতামূলক কোর্স হিসেবে চালু করা হলে বেশ কিছুসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন কলেজে নিয়োগ লাভ করতে পারত। ফলে বেকারত্বের অভিশাপ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারত। অন্যদিকে বাণিজ্যের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে আর্থিক বিষয়াদির জটিল ব্যাপারগুলো সম্পর্কেও সচেতন ও দক্ষ করে গড়ে তুলতে সক্ষম হতো, যা পরবর্তী বাস্তব জীবনে তারা কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখতে পারত। কারণ দক্ষ মানব-সম্পদ উন্নয়নের পূর্বশত।

আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, গত ১৯৮৪-৮৫ সনের সেশনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স বিভাগে এম, কম (প্রিলিঃ)-তে কোন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়নি। এরূপ ক্ষেত্রে যুক্তি দেখানো হয়েছিল যে, ফিন্যান্স সম্পর্কে পূর্বজ্ঞান না থাকায় তাদেরকে ফিন্যান্স বিভাগের নির্ধারিত পাঠ্যক্রম পরিচালনায় বেশ হিম-শিম খেতে হয়। অনেক সময় দেখা যায়, পরীক্ষার পূর্বেই অনেক ছাত্র-ছাত্রী কেটে পড়ে। কথাটা অনেকটা সত্য বটে। প্রশ্ন হল এরূপ কেন হচ্ছে? প্রসংগতই বলতে হয়, যদি স্নাতক পর্যায়ে ফিন্যান্স সম্পর্কিত জ্ঞান তাদের থাকত তবে নিশ্চয়ই তাদের এরূপ নাজুক অবস্থার সম্মুখীন হতে হত না।

পরিশেষে বলা যায়, দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও উন্নয়নের স্বার্থে শিক্ষকতার মত মহৎ পেশাকে উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সর্বোপরি অর্জিত জ্ঞানকে বাস্তবে কাজে লাগিয়ে বৃহত্তর কল্যাণ সাধন করার পথকে যতই প্রশস্ত করা যাবে ততই মঙ্গল।

—শেখ মতিউর রহমান